*দয়া কিংবা করুণা নয়, কাজ এখন অধিকার*

# মহাত্মা গান্ধী
# জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চয়তা আইন, ২০০৫

**প্রাথমিক উদ্দেশ্য : -** চহিদার ভিত্তিতে প্রত্যেক গ্রামীণ পরিবারকে কমপক্ষে ১০০ দিনের অদক্ষ শ্রমের কাজ সুনিশ্চিত করা ও তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জন্য সম্পদ তৈরী করা।

## কি ধরনের কাজ করা যেতে পারে : -

- ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সেচ প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ ও সেচনালা খনন এবং পুরনো সেচনালার সংস্কার।
- BPL পরিবার, তফসিলী জাতি ও আদিবাসী, ভূমি সংস্কারের উপভোক্তা বা ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তাদের বা প্রান্তিক ও ছোট চাষিদের এবং অরন্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন, ২০০৬ - এর উপভোক্তাদের জমি সমতলীকরণ, তাদের জমিতে বনসৃজন, ফলের বাগান করে দেওয়া বা সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদি।
- মজে যাওয়া খাল-বিলের সংস্কার
- বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য পুকুর, কুঁয়ো, হাপা, বাঁধ ইত্যাদি তৈরির মাধ্যমে জল সংরক্ষণ ও জলসম্পদ আহরণ
- পরিত্যক্ত বা পতিত বা অনুর্বর জমির উন্নতি সাধন
- বসতি ও সাধারণের ব্যবহার্য জমির উন্নয়ন
- জলবদ্ধ এলাকায় নালা খনন ও সংস্কার সহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলা এবং নিকাশি ব্যবস্থা
- সকল ঋতুতে ব্যবহারের উপযোগী রাস্তা তৈরির মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি সাধন
- বৃক্ষ রোপণ ও সামাজিক বনসৃজন এবং আরও অন্যান্য উপায়ে খরা প্রতিরোধ করা
- চাষের উপযুক্ত নন এমন জমিতে সামাজিক বন বা কৃষি-বন তৈরি অথবা গোখাদ্যের চাষ

**১০০ দিনের কাজের মজুরির হার: -** (০১-০৪-২০১৩ থেকে প্রযোজ্য)

- ১৫১ টাকা (অদক্ষ)
- ২২৬.৫ টাকা (অর্ধদক্ষ)
- ৩০২ টাকা (দক্ষ)

## কি কি করবেন

- যে কোন সময় নিজের নাম, জব কার্ড নং ও কোন সময়কালের জন্য কাজ দরকার তা জানিয়ে ৪ (ক) বা সাদা কাগজে গ্রাম পঞ্চায়েতে আবেদন করুন।
- প্রত্যেক আবেদনের প্রাপ্তিস্বিকার রসিদ অবশ্যই নেবেন।
- আপনার প্রাপ্য মজুরি গ্রাম পঞ্চায়েত আপনার ১০০ দিনের কাজের অ্যাকাউন্টে জমা করে দেবে।
- কাজ ১৫ দিনের মধ্যে না পেলে, বি.ডি.ও. / গ্রাম পঞ্চায়েত কে বেকারভাতা-র জন্য আবেদন করুন।
- জব কার্ড ও পাস বই নিজের কাছে রাখবেন

**যোগাযোগ করুন : (সাম থেকে শুক্র সকাল ১০ টা - বিকল ৫ টা)**
***১৮০০ - ৩৪৫ - ৩২১৫***
**(জলপাইগুড়ি জেলায় ১০০ দিনের কাজের একটি কর-মুক্ত টেলিফোন পরিসেবা)**

সৌজন্যে
এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. সেল, জলপাইগুড়ি

*দয়া কিংবা করুণা নয়, কাজ এখন অধিকার*

সত্যমেব জয়তে

# মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চয়তা আইন, ২০০৫

## ব্যক্তিগত সম্পদের উন্নয়ন

তপসিলি জাতি, উপজাতি, দারিদ্র সীমার নীচে থাকা পরিবার, ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তা, ভুমি সংস্কারের উপভোক্তাদের, ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের এবং অরন্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন, ২০০৬ - এর উপভোক্তাদের জন্য এই প্রকল্পে যা করা যাবে: -

- জমিতে পুকুর বা কুঁয়া খনন
- জমি সমতলিকরণ
- জমির পাথর বা বালি সরিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো
- জমিতে সেচের সুযোগ বাড়ানো
- জমিতে ফলের বাগান তৈরি করা
- বাস্তু জমির উন্নয়ন

## কি কি করবেন

- ব্যক্তিগত সম্পদের উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট ফর্মে গ্রাম পঞ্চায়েতে আবেদন করুন। আবেদন যে কোন সময় করা যেতে পারে । (ফর্ম গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বিনামূল্যে পাবেন)
- সম্ভব হলে নিজে মজুর হিসেবে কাজ করবেন ও কাজ হল কিনা বুঝে নেবেন ।
- আপনার প্রাপ্য মজুরি গ্রাম পঞ্চায়েত আপনার ১০০ দিনের কাজের অ্যাকাউন্টে জমা করে দেবে ।
- জব কার্ড ও পাস বই নিজের কাছে রাখবেন ।

## ১০০ দিনের কাজ ও মহিলাদের ভুমিকা

১০০ দিনের কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে। মহিলা স্বনির্ভর দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য এই প্রকল্পে বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। সার্বিক ও স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রেক্ষিতে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১০০ দিনের কাজ আপনার কাজ। ১০০ দিনের কাজ আপনার পরিবারের অধিকার।
গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও সামাজিক নিরীক্ষা দলের সহযোগিতায় আপনি আপনার সংসদের ১০০ দিনের কাজের সামাজিক নিরীক্ষা করুন। কি কি কাজ ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে করাবেন তা সংসদ সভা ও গ্রাম সভা তে ঠিক করে নিন।

আসুন গ্রাম বাংলা কে এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. - এর মাধ্যমে সাজিয়ে তুলি!!!!

**যোগাযোগ করুন : (সাম থেকে শুক্র সকাল ১০ টা - বিকল ৫ টা)**
***১৮০০ - ৩৪৫ - ৩২১৫***
**(জলপাইগুড়ি জেলায় ১০০ দিনের কাজের একটি কর-মুক্ত টেলিফোন পরিসেবা)**

সৌজন্যে
এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. সেল, জলপাইগুড়ি